তার দ্বারা লোক-ব্যবহার চলতে পারে।

শব্দের প্রামাণ্য খণ্ডন

চার্বাক সম্প্রদায় অনুমান প্রমাণের ন্যায় শব্দ প্রমাণও স্বীকার করেননি। শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান আপত্তি এই যে, শব্দ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। শব্দ শুনে অর্থকে আমরা অনুমান করি। অনুমানের যদি প্রামাণ্য না থাকে তাহলে শব্দের প্রামাণ্যই বা কিভাবে থাকতে পারে? এ ছাড়াও চার্বাকগণ শব্দ প্রমাণের বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি তুলেছেন। আপত্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

শব্দও প্রমাণ নয়

(১) শব্দ প্রমাণ হল আপ্তব্যক্তির উপদেশ। কোন বক্তা আপ্ত কিনা তা জানার একমাত্র উপায় হ'ল অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার দ্বারাই কোন ব্যক্তি আপ্ত কিনা তা আমরা জানতে পারি। যে দোষগুলি থাকলে একজন বক্তা অনাপ্ত হয় সে দোষগুলি থেকে মুক্ত হ'লে তবেই বক্তাকে আমরা আপ্ত বলি। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতায় যাকে আপ্ত বলে জেনেছি সে যে বর্তমানেও আপ্ত থাকবে তার পক্ষেই বা প্রমাণ কি? সুতরাং শব্দকে প্রমাণ বলা যায় না।

(২) শব্দ প্রমাণের ভিত্তিরূপে বেদের প্রামাণ্যের কথা বলা হয়। বস্তুত বৈদিক সম্প্রদায়গুলির মতে বেদই শব্দ প্রমাণ। কিন্তু চার্বাকগণ বেদকে ভণ্ড পুরোহিতদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার বলে মনে করেন। বেদ যে অপৌরুষেয় তার পক্ষেও প্রমাণ নেই। চার্বাকমতে বেদ ভণ্ড পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাতে ভণ্ড পুরোহিতদের স্বার্থসিদ্ধির কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নেই।

(৩) শব্দকে যেহেতু কর্ণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় সেহেতু শব্দের অস্তিত্বে সংশয় নেই। কিন্তু শব্দ প্রমাণ শব্দের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। শব্দের দ্বারা অর্থের অস্তিত্বের প্রমাণ। অর্থ যেহেতু শব্দ শ্রবণকালে প্রত্যক্ষ করা হয় না সেহেতু অর্থের অস্তিত্বে কোন নিশ্চয়তা থাকতে পারে না। শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোন ব্যাপ্তি সম্বন্ধও থাকতে পারে না আবার শব্দ ও অর্থকে অভিন্নও বলা যায় না। সুতরাং কোনভাবেই শব্দের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

অনুমান ও শব্দের যেহেতু প্রামাণ্য নেই সেহেতু তাদের উপর নির্ভর করে অন্যান্য সম্প্রদায় যে সকল প্রমাণ স্বীকার করেছেন তাদেরও প্রামাণ্য থাকতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ বলে গৃহীত হয়।

চার্বাক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি

অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি উপরিউক্ত চার্বাক জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রধান আপত্তিগুলি নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বলা হ'লে মানবজ্ঞানের পরিসর অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। সন্নিকটস্থ অতি অল্প বিষয়ের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়াদির সন্নিকর্ষ সম্ভব।

চার্বাক সিদ্ধান্তের অসুবিধা

জগতের বিপুল সংখ্যক বিষয়ই ইন্দ্রিয়-পরিসরের বাইরে অবস্থিত। প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ বললে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান কখনই স্বীকার করা যায় না। এমনকি বাতাসে জীবাণু বা ভূগর্ভস্থ জলের জ্ঞানও প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, চার্বাক সম্প্রদায় তাঁদের বক্তব্যের পক্ষে একাধিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যুক্তি অনুমানেরই নামান্তর। সুতরাং চার্বাকগণ তাঁদের যুক্তি উপস্থাপনের দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন বলেই ধরে নেওয়া যায়।

তৃতীয়ত, অনুমানাদিকে প্রমাণ বলে স্বীকার না করলে চার্বাকগণ কোন আলোচনাতেই অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আলোচনার ক্ষেত্রে অপরের উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ শ্রবণ করে বক্তার তাৎপর্য অনুমান করতে হয়। অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলে স্বীকার না করলে তা সম্ভব নয়। চার্বাকগণ যখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তখন বলা যেতে পারে যে তাঁরা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।